[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

জানতে চাইলে সদর দক্ষিণ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আয়াত উল্লাহ জানান, ‘হেলিকপ্টারে চড়ে বিয়ের বিষয়টি আমি শুনেছি। ফেসবুকেও দেখিছি। তবে নাছিরের বিয়েতে আমি দাওয়াত পাইনি।’

ছাত্রলীগ নেতার হেলিকপ্টারে চড়ে বিয়ে নিয়ে সমালোচনার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আলোচনা-সমালোচনা তো একটু হবেই।’

সূত্র: কালের কণ্ঠ

মুজিবনগর সীমান্ত দিয়ে ৮ বাংলাদেশীকে পুশ ব্যাক করেছে বিএসএফ

মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্ত দিয়ে ৮ বাংলাদেশীকে পুশ ব্যাক করেছে বিএসএফ। রোববার দুপুর আড়াইটার দিকে মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর তারানগর সীমান্ত দিয়ে তাদের পুশ ব্যাক করা হলেও পুলিশ সন্ধ্যার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করে।

আটককৃতরা হলেন, মাদারীপুর জেলার জাজিরা গ্রামের সালাম বেপারীর ছেলে রবিউল ইসলাম ব্যাপারি (২০), কোটাবাড়ি শ্রীনদী এলাকার লিজন হাওলাদারের ছেলে শাকিল হাওলাদার (২১), একই জেলার রাজৈর উপজেলার কাটিয়াকান্দি গ্রামের আব্দুর রহিম মুন্সির ছেলে সিরাজুল মুন্সি (২৫), যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার হাসানপুর বুড়িহাটি এলাকার মালেক সর্দ্দারের ছেলে আজিজুল সর্দ্দার (২৩), মনিরামপুর উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের আজয়কুমার দাশের ছেলে শিমুল দাশ (৩০), কোতুয়ালী উপজেলার চাকলঘাট এলাকার পান্নুর ছেলে সুমন হোসেন (২০), সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার শকশেপুর গ্রামের মৃত শাহাদৎ হোসেনের ছেলে রিপন সর্দ্দার (২২) ও পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলার শ্রীরামকাঠি গ্রামের রতন মোল্লার ছেলে মানিক হোসেন মোল্লা (২৫)।

পুলিশ জানায়, মুজিবনগর সীমান্তের তারানগর সীমান্ত দিয়ে ৮

বাংলাদেশীকে পুশব্যাক করেছে বিএসএফ সদস্যরা। পরে তারা আনন্দবাস বাজার থেকে বাগোয়ান বাজারের দিকে যাওয়ার পথে রাস্তার মাঝে মিয়া মুনসুর এমএম একাডেমির সামনে থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা জানান, ভারতের উত্তর-পশ্চিম বরগুনা দমদম সেন্ট্রাল জেলে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা খাটার পর বিএসএফ তাদের এক জায়গায় রেখে দিয়ে সুযোগ বুঝে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল হাশেম জানান, রোববার দুপুরের দিকে আসামিরা আনন্দবাস বাজার থেকে বাগোয়ান বাজারের দিকে যাওয়ার পথে রাস্তার মাঝে মিয়া মুনসুর এমএম একাডেমির সামনে এলোমেলোভাবে ঘোরাফেরা করছিলো। স্থানীয়দের সন্দেহ হওয়ায় আমাদের খবর দিলে সেখান থেকে তাদের আটক করে তাদের থানায় নেওয়া হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আটকদের সন্ধ্যার দিকে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

- মুজিবনগর অফিস

নতুন বছরে মন্ত্রীসভায় রদবদল – ওবায়দুল কাদের

নতুন বছরে মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন হতে পারে বলে জানিয়েছেন নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেছেন, সময়ে সময়ে ক্যাবিনেট (মন্ত্রিসভা) পুনর্গঠন হয়। দেখুন, নতুন বছরে হয়তো কিছু হতে পারে।

আজ রবিবার সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি একথা বলেন।

শেখ পরিবারের কেউ কমিটিতে আসতে পারে কি না এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, তারা নিজেরাই আসতে সম্মত নন। শেখ রেহানা, সজীব ওয়াজেদ জয়, সায়মা ওয়াজেদ হোসেন পুতুল, ববি, রুপুমতি এরা কেউই… এদের পরিবারের সিদ্ধান্ত। এখন পর্যন্ত আমি যতটুকু জানি, এবারকার

নেতৃত্বেও কেউ আসবেন- এমন কোনো ইঙ্গিত আমি পাইনি।

উল্লেখ্য, গত ২০ ও ২১ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের সম্মেলন শেষে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। তবে এখনও পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়নি। দল ও সরকারকে আলাদা করার বিষয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনাও ছিল। তার মধ্যে সরকারের মন্ত্রিসভার ছয়জন সদস্য কমিটি থেকে বাদ পড়েছেন। সূত্র: কালের কণ্ঠ

সভাপতি শেখ হাসিনা, সাধারণ সম্পাদক কাদের

সব জল্পনা কল্পনার অবসান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের যে নতুন কমিটি ঘোষণা করা হল, তাতে সভাপতি পদে শেখ হাসিনার সঙ্গে সাধারণ সম্পাদক পদে ওবায়দুল কাদেরই পুনর্নিবাচিত হলেন।

আওয়ামী লীগের ২১তম জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন শনিবার কাউন্সিল অধিবেশন শেষ পর্বে সর্বসম্মতিক্রমে তাদের নির্বাচিত করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সড়ক পরিবহনমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নতুন কমিটির ওপরই আগামী বছর বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী এবং পরের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের কর্মসূচি সফলভাবে শেষ করার ভার থাকছে।

তীব্র শীতের কারণে এদিন দলীয় সভাপতির নির্দেশনায় কাউন্সিল অধিবেশনের কর্মসূচি সংক্ষিপ্ত করে আনা হয়। নতুন কমিটি নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতা বিকালে হওয়ার কথা থাকলেও তা সেরে ফেলা হয় দুপুরেই।

রেওয়াজ অনুযায়ী দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা আগের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করলে মঞ্চে আসে তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন। দলের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ইউসুফ হোসেন হুমায়ুনের নেতৃত্বে এ কমিশনের অপর দুই সদস্য হলেন- উপদেষ্টা মসিউর রহমান ও সাইদুর রহমান।

দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আব্দুল মতিন খসরু সভাপতি পদে আবারও শেখ

হাসিনার নাম প্রস্তাব করেন। তাতে সমর্থন দেন সভাপতিমণ্ডলীর আরেক সদস্য পীযূষ কান্তি ভট্টাচার্য।

অন্য কোনো নামের প্রস্তাব না থাকায় ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে শেখ হাসিনাকে টানা নবমবারের মত সভাপতি পদে নির্বাচিত ঘোষণা করেন।

নেতৃত্ব দিয়ে আসা বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার এখনও কোনা ‘বিকল্প নেই’। ফলে সভাপতি পদে যে কোনো পরিবর্তন আসছে না তা আগেই মোটামুটি নিশ্চিত ছিল। আলোচনা ছিল মূলত সাধারণ সম্পাদক পদ নিয়ে।

নির্বাচন কমিশনের সামনে সাধারণ সম্পাদক পদে ওবায়দুল কাদেরের নাম প্রস্তাব করেন দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক। আরেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান তাতে সমর্থন দেন।

এই পদের জন্যও অন্য কোনো নামের প্রস্তাব আসেনি। ফলে ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন সাধারণ সম্পাদক পদে কাদেরকেই নির্বাচিত ঘোষণা করেন।

নতুন কমিটিতে যারা
নতুন কমিটির সভাপতি শেখ হাসিনা এরপর সভাপতিমণ্ডলী, উপদেষ্টা পরিষদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদকসহ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদে নাম প্রস্তাব করে কাউন্সিলের সম্মতি নেন। সভাপতিমণ্ডলীতে তেমন কোনো পরিবর্তন নেই জানিয়ে শেখ হাসিনা নতুন তিনজনকে অন্তর্ভুক্তির কথা বলেন।
তাতে গত কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক, আব্দুর রহমান ও সাবেক নৌমন্ত্রী শাজাহান খান সভাপতিমণ্ডলীতে স্থান পান।

আওয়ামী লীগের ২১তম জাতীয় সম্মেলনের কাউন্সিল অধিবেশনে সভপতি শেখ হাসিনা ও সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। ছবি: সাইফুল ইসলাম কল্লোল আওয়ামী লীগের ২১তম জাতীয় সম্মেলনের কাউন্সিল অধিবেশনে সভপতি শেখ হাসিনা ও সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। ছবি: সাইফুল ইসলাম কল্লোল পুরনো

সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, মতিয়া চৌধুরী, মোহাম্মদ নাসিম, কাজী জাফর উল্যাহ, সাহারা খাতুন, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, পীযূষ কান্তি

ভট্টাচার্য, নুরুল ইসলাম নাহিদ, আব্দুর রাজ্জাক, ফারুক খান, রমেশ চন্দ্র সেন, আবদুল মান্নান খান ও আবদুল মতিন খসরু।

উপদেষ্টা পরিষদে আগের কমিটির সদস্যদের নাম পড়ে শুনিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, এবার যেহেতু উপদেষ্টার দশটি পদ বাড়ানো হযেছে, বাকিদের নাম পরে ঘোষণা করা হবে।

পুরনো যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব-উল আলম হানিফ, দীপু মনির সঙ্গে নতুন যোগ হয়েছেন সাবেক প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হাছান মাহমুদ ও সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম।

কোষাধ্যক্ষ পদে এবার নতুন কারও নাম ঘোষণা করেননি শেখ হাসিনা। এইচএন আশিকুর রহমান দীর্ঘদিন ধরেই এ পদে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে আগের কমিটির আহমেদ হোসেন, বিএম মোজাম্মেল হক, আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নির্বাহী কমিটির সদস্য এস এম কামাল হোসেন ও মির্জা আজমের নাম।

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক। উপ দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া এবার পুরো সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন। আইন বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্বে এসেছেন নজিবুল্লাহ হিরু। মেহের আফরোজ চুমকি পেয়েছেন মহিলা বিষয়ক সম্পাদকের পদ।

এছাড়া আগের কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক করা হয়েছে শাম্মী আহমেদ, কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক ফরিদুন্নাহার লাইলী, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সবুর, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক হয়েছেন মৃণাল কান্তি দাস, যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক হারুনুর রশীদ, শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক হয়েছেন শামসুন নাহার চাঁপা, সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক ডা. রোকেয়া সুলতানা এবারও একই দায়িত্বে আছেন।

যেসব পদে নাম ঘোষণা হয়নি, পরে আলোচনা সাপেক্ষে সেসব পদ পূরণ করা হবে বলে দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা জানিয়েছেন। আর ওবায়দুল কাদের বলেছেন, আগামী দুই এক দিনের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ কমিটি হয়ে যাবে বলে তারা আশা করছেন।

সম্মেলন শেষে ধানমণ্ডিতে এক ব্রিফিংয়ে কাদের বলেন, “পূর্ণাঙ্গ

কমিটির জন্য একটু অপেক্ষা করতে হবে। ৮১ জনের যে কমিটিটা ছিল, সেটা সুন্দর কমিটি, অ্যাকটিভ কমিটি ছিল, নন পারফর্মার ছিল না।

“অনেকে ছিল যাদের নেত্রী ভারবাহী করতে চাননি, যাদের মন্ত্রিত্ব আছে, তেমন অনেকেরই হয়ত (দলে) দায়িত্বের পরিবর্তন এবার হবে। সেটা আজকেও আপনারা বুঝতে পেরেছেন।

“কার্যনির্বাহী সদস্য পদে নতুন মুখ আসবে, দুই-একদিনের মধ্যেই সভাপতিমণ্ডলীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ঘোষণা করা হবে।”

দলীয় সভাপতি হিসেবে নাম ঘোষণার পর মঞ্চে এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, “আসলে আমি চাচ্ছিলাম যে দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগের দায়িত্বে ছিলাম, অন্তত আমাকে একটু ছুটি দেবেন।

“৩৮টা বছর ৩৯ বছর চলছে। আমি কোনো পদে থাকি না থাকি, আওয়ামী লীগেরই আছি আওয়ামী লীগেরই থাকব। এটাই আমার পরিবার।”

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর প্রায় ছয় বছর বিদেশে নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে ১৯৮১ সালে দেশে ফিরে দলের হাল ধরেছিলেন শেখ হাসিনা। সে কথা মনে করে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন তিনি।

“৭৫ সালে বাবা-মা-ভাই-বোন সব হারিয়ে বাংলাদেশে ফিরেছিলাম। যেদিন দেশে ফিরেছিলাম সেদিন দেখেছি আমার আপনজন কেউ নেই, যাদেরকে রেখে গিয়েছিলাম। পেয়েছিলাম বিশাল একটা পরিবার, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।”

শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগের অসংখ্য নেতাকর্মীর স্নেহ, ভালোবাসাই তার চলার পথের শক্তি, অর্থসম্পদ নয়। আওয়ামী লীগ নেতা বানিয়েছে বলেই তিনি সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করতে পেরেছেন।

আগামীর জন্য নতুন নেতা খুঁজে নেওয়ার তাগিদ দিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, “আপনাদের সামনে ভাবতে হবে। কারণ আমার বয়স হয়ে গেছে। আমার অলরেডি ৭৩ বছর বয়স, এটা ভুলে গেলে চলবে না। কাজেই আস্তে আস্তে

এই সংগঠনকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। আগামীতে নতুন নেতা আমাদেরকে নির্বাচন করতে হবে।”
গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন

আওয়ামী লীগের ২১তম জাতীয় কাউন্সিল থেকে সহযোগী সংগঠনের মর্যাদা পেয়েছে আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগ। সহযোগী সংগঠনের সংখ্যা বেড়ে

দাঁড়িয়েছে আটে।

বাকি সাত সংগঠন হল- যুবলীগ, মহিলা লীগ, যুব মহিলা লীগ, তাঁতী লীগ, বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ, কৃষকলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, মৎস্যজীবী লীগ হলো সহযোগী সংগঠন। এছাড়া জাতীয় শ্রমিক লীগ ও ছাত্রলীগ ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠন হিসেবে স্ব স্ব গঠনতন্ত্র অনুয়ায়ী চলবে।

এছাড়া বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ ও আওয়ামী আইনজীবী পরিষদকে একীভূত করে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের নামে সংশোধন করা হয়।

গঠনতন্ত্রে দলের ডেটাবেইজ করার কোনো উল্লেখ না থাকায় এবার গঠনতন্ত্রে নতুনভাবে তা যুক্ত করার জন্য সমর্থন চান শেখ হাসিনা। কাউন্সিলরদের সমর্থনে তার গঠনতন্ত্রে যুক্ত হয়।

অপেক্ষায় আওয়ামী লীগের কাউন্সিলররা, কেমন হবে নতুন কমিটিঅপেক্ষায় আওয়ামী লীগের কাউন্সিলররা, কেমন হবে নতুন কমিটিশীতের দাপটে কাউন্সিল শেষ ৩ ঘণ্টায়

শনিবার সকালে কাউন্সিল অধিবেশন শুরু করে বিকালে নির্বাচন শেষে নতুন কমিটি ঘোষণা করার কথা ছিল সূচিতে।

কিন্তু তীব্র শীতের কারণে কাউন্সিল অধিবেশনের সভাপতি শেখ হাসিনা সকালে তার উদ্বোধনী বক্তব্যে কাউন্সিল অধিবেশন সংক্ষিপ্ত করার কথা বলেন। সে অনুযায়ী সকাল সাড়ে ১০টায় অধিবেশন শুরু করে বেলা দেড়টায় শেষ করে দেওয়া হয়।

সকাল ১০টায় অধিবেশন শুরুর কথা থাকলেও কাউন্সিলররা রমনার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন মিলনায়তনে অধিবেশনস্থলে আসতে শুরু করেন সকাল ৮টা থেকেই। নেতাকর্মীদের অনেকে ভিড় করেন ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশনের গেইটের সামনে। ফলে সেখানে উৎসব মুখর পরিবেশ তৈরি হয়।

কাউন্সিল চলাকালে সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তার প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। কোষাধ্যক্ষ আশিকুর রহমানের পেশ করেন বাজটে। পরে গঠনতন্ত্রের সংশোধন অনুমোদন করা হয়।

অধিবেশনের সভাপতি শেখ হাসিনা তৃণমূল থেকে আসা কাউন্সিলরদের বক্তব্য শুনতে চাইলে কয়েকজন কথা বলেন।

সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মাকসুদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, “দলে অনেক অনুপ্রবেশকারী ঢুকেছে, যাদের জন্য আমরা বিব্রত। দলের অনেকেই এই অনুপ্রবেশ কারীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে, সে বিষয়টা নেত্রী আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

“দলে যারা দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাদের বিরুদ্ধে আপনি ইতোমধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছেন, সেটা আরও জোরদার করবেন বলে আশা করি।”

মাকসুদ বলেন, “সম্প্রতি রাজাকারের তালিকায় মুক্তিযোদ্ধাদের নাম এসেছে, আমি অনুরোধ করব রাজাকারের তালিকায় যেন মুক্তিযোদ্ধার নাম না আসে, তেমনি মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় যেন রাজাকারের নাম না আসে। সে বিষয়েও আপনি খেয়াল রাখবেন।”

কুমিল্লা উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন বলেন, “আমার জেলায় যারা রাজাকারদের ঢুকিয়েছে, আমি সেই রাজাকারদের দলে রাখব না। এর জন্য নেত্রী আপনার সহযোগিতা চাই। আমি আওয়ামী লীগের ঘরে জন্ম নিয়েছি, আমি ছাত্রলীগ করে এখানে এসেছি, আমি রাজাকার আলবদরদের দলে রাখব না। আমি আওয়ামী লীগকে আওয়ামী লীগের হাতে তুলে দেব।”

রেওয়াজ মেনে দলের সভাপতি শেখ হাসিনা আগের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করলে মঞ্চে আসে তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দলের সভাপতি হন শেখ হাসিনা ও সাধারণ সম্পাদক হন ওবায়দুল কাদের।

নতুন সভাপতি সাধারণ সম্পাদক মঞ্চে আসার পর শেখ হাসিনা বক্তব্য শুরু করেন। তার আবেগময় বক্তৃতায় পুরো কাউন্সিল অধিবেশন স্তব্ধ হয়ে যায়।

পরে সভাপতিমণ্ডলী, যুগ্ম সম্পাদক, সম্পাদকমণ্ডলীর নাম ঘোষণা করেন শেখ হাসিনা। স্লোগানের আর করতালিতে নতুন নেতৃত্বকে স্বাগত জানান কাউন্সিলররা।

- নিজস্ব প্রতিবেদক

স্যার ফজলে হাসান আবেদ আর নেই

ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ আর নেই। শুক্রবার রাত ৮টা ২৮ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি স্ত্রী, এক মেয়ে, এক ছেলেসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আগামী রবিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত তার মরদেহ ঢাকার আর্মি স্টেডিয়ামে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রাখা হবে। এরপর দুপুর সাড়ে ১২টায় আর্মি স্টেডিয়ামেই নামাজে জানাজা সম্পন্ন হবে। জানাজার পর ঢাকার বনানী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে।

স্যার ফজলে হাসান আবেদের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

ফজলে হাসান আবেদ ১৯৩৬ সালের ২৭ এপ্রিল বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাবনা জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি ব্রিটেনের গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে নেভাল আর্কিটেকচারে ভর্তি হয়েছিলেন। সেটা বাদ দিয়ে তিনি লন্ডনের চার্টার্ড ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউনট্যান্টসে ভর্তি হন। ১৯৬২ সালে তিনি তাঁর প্রফেশনাল কোর্স সম্পন্ন করেন। শিক্ষাজীবন শেষে দেশে ফিরে এসে ফজলে হাসান আবেদ শেল অয়েল কোম্পানিতে যোগ দেন এবং দ্রুত পদোন্নতি লাভ করে ফাইন্যান্স বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। শেল অয়েল কোম্পানিতে কর্মরত থাকাকালে ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। এ সময় তিনি তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে ‘হেল্প’ নামের একটি সংগঠন গড়ে তুলে ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত মনপুরা দ্বীপের অধিবাসীদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। সেখানে তাঁরা ব্যাপক ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হলে ফজলে হাসান আবেদ ইংল্যান্ডে চলে যান। সেখানে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায়, তহবিল সংগ্রহ ও জনমত গঠনের

কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

একাত্তর সালের ডিসেম্বর মাসে ফজলে হাসান আবেদ সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ফিরে আসেন। এ সময় তিনি তাঁর লন্ডনের ফ্ল্যাট বিক্রি করে সেই অর্থ দিয়ে ত্রাণকাজ শুরু করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া সুনামগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চল শাল্লা এলাকায় কাজ শুরু করেন। এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায়ই তিনি ব্র্যাক গড়ে তোলেন। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে তাঁর দীর্ঘ অভিযাত্রার সূচনা ঘটে। দরিদ্র মানুষ যাতে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে উঠতে পারে, সেই লক্ষ্যে তিনি তাঁর কর্মসূচি পরিচালনা করেন।
চার দশকের মধ্যে তিনি তাঁর অভূতপূর্ব নেতৃত্বের মাধ্যমে কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটান। ব্র্যাক পরিণত হয় বিশ্বের সর্ববৃহৎ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায়।

বর্তমানে বিশ্বের ১২টি দেশে ব্র্যাকের লক্ষাধিক কর্মী প্রায় তেরো কোটি মানুষের জীবনে উন্নয়নে নিরলস কাজ কাজ করে যাচ্ছে। ফজলে হাসান আবেদের সুযোগ্য নেতৃত্বই অজস্র প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ব্র্যাকের অনন্য সাধারণ এই অর্জনকে সম্ভব করে তুলেছে। বস্তুত প্রতিষ্ঠাতার স্বাপ্নিক দূরদৃষ্টি, অদম্য সাহস এবং গতিশীলতা ব্র্যাকের ক্রম অগ্রযাত্রা, নব নব নিরীক্ষা ও সম্প্রসারণের নিরন্তর অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে গেছে। ফলে দেশ-বিদেশে পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার ও স্বীকৃতি।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার
ফজলে হাসান আবেদ সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর অনন্য সাধারণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। বিশ্ব জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান এবং বিশ্বব্যাপী দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ফজলে হাসান আবেদ ২০১৬ সালে ‘টমাস ফ্রান্সিস জুনিয়র মেডেল অব গ্লোবাল পাবলিক হেলথ’ পদক লাভ করেন। খাদ্য ও কৃষিক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৫ সালে ‘ওয়ার্ল্ড ফুড প্রাইজ’ লাভ করেন। ২০১৩ সালে তিনি হাঙ্গেরির ‘সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি’ (সিইইউ) থেকে ‘ওপেন সোসাইটি প্রাইজ’ লাভ করেন। ২০১১ সালে তিনি কাতার ফাউন্ডেশন প্রবর্তিত শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্বের সর্বোচ্চ পুরস্কার ‘ওয়াইজ প্রাইজ’ লাভ করেন। ২০১০ সালে দারিদ্র্য-বিমোচনে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি

হিসেবে তিনি যুক্তরাজ্যের অন্যতম সর্বোচ্চ সম্মানজনক উপাধি ‘নাইটহুড’ লাভ করেন।

এ ছাড়া তিনি ডেভিড রকফেলার ব্রিজিং লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড (২০০৮), ক্লিনটন গ্লোবাল সিটিজেনশিপ অ্যাওয়ার্ড (২০০৭), হেনরি আর ক্রাভিস প্রাইজ ইন লিডারশিপ (২০০৭), দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক উন্নয়নে অবদানের জন্য পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রদত্ত আজীবন সম্মাননা (২০০৭), গেটস্ অ্যাওয়ার্ড ফর গ্লোবাল হেলথ (২০০৪), মানব উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য ইউএনডিপি মাহবুবুল হক অ্যাওয়ার্ড (২০০৪), গ্লেইটসম্যান ফাউন্ডেশন পুরস্কার (২০০৩), দ্য শোয়াব ফাউন্ডেশন সোশ্যাল এনট্রাপ্রেনিওরশিপ অ্যাওয়ার্ড (২০০২), ওলফ পামে অ্যাওয়ার্ড (২০০১), ইউনিসেফ মরিস পেট অ্যাওয়ার্ড (১৯৯২), অ্যালানশন ফেইনস্টেইন ওয়ার্ল্ড হাঙ্গার পুরস্কার (১৯৯০), ইউনেসকো নোমা পুরস্কার (১৯৮৫) এবং র্যামন ম্যাগসাইসাই অ্যাওয়ার্ড ফর কমিউনিটি লিডারশিপ (১৯৮০) লাভ করেন।

মানবিক ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য ব্র্যাক বিশ্বের সর্ববৃহৎ পুরস্কার কনরাড এন হিলটন হিউম্যানিট্যারিয়ান অ্যাওয়ার্ড (২০০৮) এবং বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ‘স্বাধীনতা পুরস্কার’ (২০০৭) অর্জন করেছে।

স্বীকৃতি
অশোকা ফজলে হাসান আবেদকে অন্যতম ‘গ্লোবাল গ্রেট’ স্বীকৃতিতে ভূষিত করেছে। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের ‘গ্লোবাল অ্যাকাডেমি ফর সোশ্যাল এনট্রাপ্রেনিওরশিপ’-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ২০১০ সালে জাতিসংঘের মহাপরিচালক বান কি মুন ফজলে হাসান আবেদকে বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ‘স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গে’র একজন হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন।

সম্মানসূচক ডিগ্রি
ফজলে হাসান আবেদ বিশ্বের নানা প্রতিষ্ঠান থেকে সম্মানসূচক ডিগ্রি লাভ করেন। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি থেকে সম্মানসূচক ডিগ্রি (২০১৪), যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি থেকে সম্মানসূচক ডিগ্রি (২০১২), যুক্তরাজ্যের বাথ ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টর অব লজ (২০১০), যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টর অব লেটার্স (২০০৯), যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টর অব লজ (২০০৮), যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট অব হিউম্যান লেটার্স (২০০৭),

যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টর ইন এডুকেশন (২০০৩), কানাডার কুইন্স ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টর অব লজ (১৯৯৪) উল্লেখযোগ্য।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

আওয়ামীলীগের জাতীয় সম্মেলন শুরু কিছুক্ষণ পর

আওয়ামীলীগের জাতীয় সম্মেলন শুরু কিছুক্ষণ পর। সম্মেলনের জন্য সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে উপস্থিত হয়েছেন নেতাকর্মীরা। সম্মেলনে বিকেল ৩টার দিকে আসবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনেকেই বর্ণিল সাজে উপস্থিত হয়েছেন সম্মেলনস্থলে। প্রস্তুত করা হয়েছে মঞ্চ।

আজ শুক্রবার সম্মেলনস্থলে দেখা যায়, হাজার হাজার নেতাকর্মীকে সম্মেলন উপলক্ষে জমায়েত হয়েছেন। তাদের জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠেছে সম্মেলনস্থল। বর্ণিল সাজে সেজেছে পদ্মা সেতু, নৌকা, স্মৃতিসৌধ ও বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের ডামি সজ্জিত মঞ্চ।

সম্মেলনে অংশ নিতে আসা আওয়ামী লীগের তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা রাজধানীর রমনা পার্ক এলাকায়ও ভিড় জমিয়েছেন। একইসঙ্গে সম্মেলনস্থল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের শিশুপার্ক সংলগ্ন গেটেও অবস্থান নিয়েছেন তারা।

সম্মেলন ঘিরে এবং প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে মৎস্য ভবন এলাকা থেকে শাহবাগ পর্যন্ত কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হয়েছে। বিপুলসংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অবস্থান নিয়েছেন। একইসঙ্গে মৎস্য ভবন থেকে শাহবাগ এলাকা পর্যন্ত যান চলাচল সীমিত করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুনতাসির জামান মৃদুল এ বিষয়ে বলেন, মেয়াদ শেষ হওয়া সকল কমিটি চলতি মাসেই দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। গাংনী সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের কমিটি সম্পর্কে তিনি বলেন, এই কমিটির মেয়াদ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় কমিটির সাথে আলোচনা করে গাংনীতেও নতুন কমিটি দেওয়া হবে। আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথম থেকেই আশা করছি সব ইউনিটে নতুন কমিটি দায়িত্ব পালন করবে।

জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন বলেন, আপনারা জানেন কেন্দ্রীয় কমিটি নিয়ে একটু ঝামেলা হয়েছে। আগের সভাপতি-সম্পাদককে বহিষ্কার করা হয়েছে। এজন্য আমাদের বেশ কয়েকটি মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটি দেওয়া হয়নি। আমরা বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে যোগাযোগ করেছি। তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী আওয়ামীলীগের জাতীয় সম্মেলনের পরেই সবকটি মেয়াদ শেষ হওয়া কমিটিতে নতুন কমিটি দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে মেহেরপুর সরকারি কলেজ ও মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রী কলেজ শাখা ছাত্রলীগের নতুন কমিটি দেওয়ার জন্য প্রার্থীদের জীবন-বৃত্তান্ত নেওয়া হয়েছে। এগুলো যাচাই বাছাই করে স্থানীয় নেতাদের সাথে আলোচনা করে নতুন কমিটি ঘোষনা করা হবে।

- মর্তুজা ফারুক রুপক

চুয়াডাঙ্গায় সর্বনিম্ম তাপমাত্রা ৭ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস,

বৃহস্পতিবার চুয়াডাঙ্গায় দেশের সর্বনিম্ম তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৭ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত তিনদিন ধরে তীব্র শীত অনুভুত হচ্ছে। এতে নিম্ম আয়ের মানুষ পড়েছেন দুর্ভোগে। চুয়াডাঙ্গার হাসপাতালগুলো শীতজনিত রোগির সংখ্যা বেরে গেছে।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস সুত্র জানায়, বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় চুয়াডাঙ্গার সর্বনিম্ম তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৭ দশমিক ৯

ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগের দিন তাপমাত্রা ছিল ১১ দশমিক ৯ ডিগ্রি সিলসিয়াস। একদিনের ব্যবধানে তাপমাত্রা হঠাৎ অনেক কমে যাওয়ায় দুর্ভোগ বেড়েছে শিশু ও বয়স্কদের। শিশু ও বয়স্করা শীতজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, শীতের তীব্রতা বাড়ার কারণে নিম্ম আয়ের মানুষেরা বিপাকে পড়েছেন। শ্রমজীবী মানুষের কর্মক্ষেত্রে যেতে পারছেন না। এদিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বুধবার রাতে জেলার নিম্ম আয়ের মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। শীতবস্ত্র বিতরণের সময় জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার বলেন, পর্যায়মে জেলার সব এলাকায় শীতবস্ত্র বিতরণ করা হবে।

এদিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের ডায়রিয়া ওয়ার্ডে গত ২৪ ঘন্টায় ভর্তি হয়েছে ২২ ডায়রিয়া রোগি। তীব্র শীতের কারণেই ডায়রিয়া আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। এছাড়া ২৪ ঘন্টায় শীতজনিত রোগে শতাধিক রোগি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা শিশু ওয়ার্ডেও রোগির চাপ বেড়েছে।
চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. সামাদুল হক জানান, আগামী ২-৩ দিন চুয়াডাঙ্গায় তাপমাত্রা কম থাকবে।
– চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ৩২ নেতাকে অব্যাহতি

গঠনতন্ত্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় ও বিভিন্নভাবে বিতর্কিত ছাত্রলীগের ৩২ কেন্দ্রীয় নেতাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২১ জনকে বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে ও ১১ জনকে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অব্যাহতি দেয়া হয়।

মঙ্গলবার রাতে ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য দেয়া হয়। শিগগির শূন্য পদগুলো পূরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি।

আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অব্যাহতি পাওয়া ছাত্রলীগ নেতারা হলেন-সহসভাপতি : এসএম তৌফিকুল হাসান সাগর, আমিনুল ইসলাম বুলবুল, বিএম শাহরিয়ার হাসান, হাফিজুর রহমান, এসএম হাসান আতিক; স্বাস্থ্য সম্পাদক: শাহারিয়ার ফেরদৌস; উপস্বাস্থ্য সম্পাদক: রাতুল সিকদার, শাফিউল সাজিব; উপপ্রচার সম্পাদক: সিজাদ আরেফিন শাওন; উপপাঠাগার সম্পাদক: রুশী চৌধুরী; সহসম্পাদক আঞ্জুমানারা অনু।

গঠনতন্ত্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা অব্যাহতি পাওয়া নেতারা হলেন- সহসভাপতি: তানজিল ভুঁইয়া তানভির, আরেফিন সিদ্দিক সুজন, আতিকুর রহমান খান, বরকত হোসেন হাওলাদার, শাহরিয়ার কবির বিদ্যুৎ, সাদিক খান, সোহানী হাসান তিথী, মুনমুন নাহার বৈশাখী, আবু সাঈদ (সাস্ট), রুহুল আমিন, রাকিব উদ্দিন, সোহেল রানা, ইসমাইল হোসেন তপু; দফতর সম্পাদক: আহসান হাবীব; ধর্ম সম্পাদক: তাজউদ্দীন; উপদফতর সম্পাদক: মমিন শাহরিয়ার, মাহমুদ আবদুল্লাহ বিন মুন্সী; উপসাংস্কৃতিক সম্পাদক: বিএম লিপি আক্তার, আফরিন লাবণী; সহসম্পাদক: সামিয়া সরকার, রনি চৌধুরী।
সূত্র: যুগান্তর

২০০ টাকার নোট আসছে মার্চে

আগামী বছরের মার্চে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাজারে আসছে ২০০ টাকার নোট। নতুন এ নোট বাজারে ছাড়বে বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সূত্র জানিয়েছে, প্রথম বছরে স্মারক ও প্রচলিত বা নিয়মিত, এই দুই ধরনের ২০০ টাকার নোট থাকবে। দ্বিতীয় বছর থেকে বাজারে স্মারক নোট ছাড়া হবে না, নিয়মিত নোট থাকবে। নিয়মিত নোটেই শুধু লেনদেন করা যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র সিরাজুল ইসলাম রোববার বলেন, আগামী মার্চে নতুন ২০০ টাকার নোট বাজারে আসবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি চলছে।

বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে স্মরণীয় রাখতে এর আগে ৬ ধরনের স্মারক নোট তৈরি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এই বহরে যুক্ত হচ্ছে ২০০ টাকার

নোট। এ ছাড়া এই পর্যন্ত স্মারক মুদ্রা তৈরি করেছে ১২ ধরনের। অন্যদিকে লেনদেনের জন্য এখন পর্যন্ত বিভিন্ন মানের ৫২ ধরনের প্রচলিত নোট ও ১১ ধরনের মুদ্রা বাজারে আছে।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের প্রথম নোট ছাপা হয়। ১৯৭২ সালের ২ জুন প্রথম বাজারে ছাড়া হয় ১০ টাকার নোট। এরপর ধীরে ধীরে বাজারে আসে ১, ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০ ও ৫০০ টাকার নোট। এর প্রায় সবই বাজারে আসে ১৯৭২-৭৬ সালের মধ্যে। পরে ১৯৭৯ সালে ২০ টাকার নোট ও ১৯৮৮ সালে ২ টাকার নোট ছাড়া হয়। ২০০৮ সালে প্রথম বাজারে আসে ১০০০ টাকার নোট। এ ছাড়া স্বাধীনতার পর থেকে ধীরে ধীরে বাজারে ছাড়া হয় ১, ৫, ১০, ২৫, ৫০ পয়সা ও ১, ২, ৫ টাকার কয়েন। সূত্র: প্রথম আলো